হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম

কওমে ‘আদ

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি
কওমে ‘আদের পরিচয়
কওমে ‘আদের শক্তি ও সমৃদ্ধি
হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বান
দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান
কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর আযাব
মূর্তির নিকট মানুষের প্রার্থনা
যেভাবে আযাব এলো
নাফরমানীর পরিণতি

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

باسمہ تعالیٰ

কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ○ يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

অর্থঃ আমি ‘আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি। তিনি তাদের বলেন, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো আল্লাহর সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে মিথ্যা আরোপ করছো। হে আমার জাতি, আমি দাওয়াতী কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় কেবল তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তবু তোমরা কি বুঝ না? (সূরা হুদ, আয়াত: ৫০-৫১)

কুরআনে কারীমের সূরা হুদের উল্লিখিত ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে এবং এরপর থেকে ৬০ নং আয়াত পর্যন্ত মোট দশটি আয়াতে, বিশিষ্ট পয়গামবর হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের নামে এ সূরার নামকরণ হয়েছে।

যদিও এই সূরায় সাতজন পয়গামবরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের নামে সূরাটির নামকরণ দিয়ে বোঝা যায়, এখানে তার ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত হুদ 'আলাইহিস সালামকে 'আদ জাতির নিকট নবীরূপে প্রেরণ করেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এদের সবাই যেমন ছিল সাহসী তেমনই ছিল শক্তিশালী। সাহস ও শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা তাদের সাধারণ চলাফেরার পথে প্রসিদ্ধ টিলার উপর উঁচু উঁচু মজবুত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতো। অথচ বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োজন ছিল না। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ

অর্থঃ তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো? (সূরা শুআরা, আয়াত: ১২৮)

হযরত হুদ 'আলাইহিস সালাম উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাকে اَخَاهُمْ هُوْدًا (তাদের ভাই হুদ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কওমে 'আদের পরিচয়

'আদ প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তার পুত্র সামের বংশধরেরই এক বাদশার নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

কুরআন মজীদে 'আদের সাথে কোথাও عَادَنِ الْاُوْلٰى (প্রথম 'আদ) এবং কোথাও اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (স্তম্ভধারী ইরাম) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এতে বোঝা যায়, 'আদ সম্প্রদায়কে ইরামও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে।

এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, 'আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তাদের দ্বিতীয় 'আদ বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

তবে অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, 'আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আউস, তার বংশধররাই 'আদ। তাদের "প্রথম 'আদ" বলা হয়। আর তার অপর পুত্র জাসু-এর ছেলে হচ্ছে সামূদ। তার বংশধরকে "দ্বিতীয় 'আদ" বলা হয়।

এই বক্তব্যের সারমর্ম হলো, 'আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দুই শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ এবং অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় 'আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

'আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে ইয়ামানের হাযরামাউত পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। হাযরামাউত এলাকার বালুর পাহাড়সমূহকে আহকাফ বলা হয়। সেই আহকাফ নামক স্থানেই তাদের বেশির ভাগের বসবাস ছিল।

কওমে 'আদের শক্তি ও সমৃদ্ধি

'আদ জাতির ক্ষেত-খামারগুলো অত্যন্ত উর্বর ও শস্য-শ্যামল ছিল। সেখানে সবরকম ফলের বাগান ছিল। তাদের ধনসম্পদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্নার পানি, ফল-ফলাদি ও খাদ্য-শস্য দিয়ে

তারা ছিল সমৃদ্ধশালী। আদন থেকে আম্মান পর্যন্ত তাদের ঘোড়া ও উটে পরিপূর্ণ ছিল।

শারীরিক দিক দিয়েও তারা ছিল সুঠামদেহী ও লম্বাকায়। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের লম্বাকায় করে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির দরুন এসব নিয়ামত তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তি-মদে মত্ত হয়ে দাম্ভিকতার সাথে বলতে লাগল,

مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

অর্থঃ কে আছে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?

এমনি করে তারা নৈতিক অধঃপতনের শিকার হলো এবং যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করলো।

হুদ 'আলাইহিস সালামের আহ্বান

হুদ 'আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে তাওহীদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ছেড়ে দিয়ে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলতে দাওয়াত দিলেন।

হযরত হুদ 'আলাইহিস সালাম যে দীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার মধ্যে তিনটি মূল বিষয় ছিল। প্রথমতঃ তাওহীদের আহ্বান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত-উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতামাত্র। দ্বিতীয়তঃ আমি যে

তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি এবং যেজন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, তোমরা চিন্তা করে দেখ, আমি এমন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থও হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তা হলে তোমাদের দাওয়াত দিতে এবং সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কী প্রয়োজন ছিল? তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শিরকী ইত্যাদি যত গুনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐ সব গুনাহ থেকে তাওবা করো। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ

অর্থঃ হে আমার কওম, তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম তাদের আশ্বাস বাণী শুনিয়ে বললেন, যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তাওবা ও ইসতিগফার করতে পারো, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই), অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে।

দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মূর্খসুলভ উত্তর দিল, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ তারা বললো, হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা বর্জন করতে পারি না। আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই।

তারা আরো বললো, আমরা মনে করি, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাই তুমি এমন অসংলগ্ন কথা বলছো।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম পয়গামবরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে যে জবাব দেন, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ হচ্ছে,

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

অর্থঃ হুদ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, (তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তবে শোনো) আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, (এক আল্লাহ ছাড়া) তোমাদের সব কাল্পনিক দেবতাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এখন আল্লাহ ছাড়া তোমরা (ও তোমাদের দেবতা) সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করো, এক্ষেত্রে আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। (এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে,) আমি আল্লাহ তা‘আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তার পূর্ণ আওতাধীন নয়। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল সঠিক পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, আয়াত: ৫৪-৫৬)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অর্থাৎ যে সরল সঠিক পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তার একটি লোমও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এটা হযরত হুদ 'আলাইহিস সালামের একটি মুজিযা। এর দ্বারা একে তো তাদের একথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোন প্রমাণ বা মুজিযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়ত তারা যে বলতো আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে, তাও বাতিল করা হয়েছে। কারণ, দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকতো, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা নিষ্ক্রিয় থাকতো না।

অতঃপর হুদ 'আলাইহিস সালাম তার কওমকে বলেন,

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

অর্থঃ তোমরা যদি এভাবে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে থাকো, তবে জেনে রাখো, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। (সূরা হুদ, আয়াত: ৫৭)

কওমে 'আদের প্রতি আল্লাহর আযাব

হুদ 'আলাইহিস সালাম তাদের জানালেন, যথাযথভাবে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছাবার পরও যখন তোমরা ঈমান আনছো না, তখন তোমাদের এমন কাজের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গজব আপতিত হবে। তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের যায়গায় অন্য জাতি পাঠিয়ে এই পৃথিবী আবাদ করবেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের কোন কথায় কর্ণপাত না করে বললো,

سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ○

অর্থঃ তুমি আমাদের নসীহত করো কিংবা না করো, আমরা কোন অবস্থাতেই আমাদের মত ও পথ ত্যাগ করবো না। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৩৬)

একথা বলে তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অটল-অবিচল রইল।

এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম এই আযাব নাযিল হলো যে, তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকলো। এতে তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুকনো বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল এবং বাগান ও শস্য জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু এর পরেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করলো না।

অতঃপর আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব আপতিত হলো। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ ○ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ○

অর্থঃ ‘আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝড়বায়ু দিয়ে। আল্লাহ তা‘আলা তা প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অবিরাম। যেন আপনি তাদের দেখছেন, তারা অসার খেজুরকাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে আছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন কি? (সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ৬-৮)

এই আযাবের ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগ-বাগিচা ও দালান-কোঠা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে লাগল। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকলো এবং মরতে থাকলো।

প্রথম দিকে তারা আল্লাহর গজব আসতে দেখে মজবুত কেল্লায় সংরক্ষিত ঘরে আশ্রয় নিলো। আবার অনেকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে শরীরের অর্ধেকাংশ ঢুকিয়ে রাখলো, যাতে প্রচণ্ড ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের কোন প্রচেষ্টাই তাদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

অর্থঃ আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায়, তখন আর কোন অবকাশ থাকে না।

আল্লাহ তা‘আলা এভাবে ‘আদ জাতিকে পৃথিবীর যমিন থেকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

মূর্তির নিকট মানুষের প্রার্থনা

এক বর্ণনায় এসেছে, ‘আদ জাতির উপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ থাকার পরে তারা তাদের কিছুসংখ্যক লোককে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করতে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিল। বাইতুল্লাহ শরীফে তখন অনেক দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত ছিল। তারা তখন ঐসব মূর্তির কাছেই নানান প্রার্থনা জানালো। কিন্তু নির্জীব মূর্তির কোন কিছু করারই তো ক্ষমতা নেই। তাই তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

মক্কা গমনকারীদের মধ্যে প্রথম দলে ছয় ব্যক্তি ছিল। তাদের মধ্যে দুজন ছিল তাওহীদে বিশ্বাসী। অবশ্য তারা তাদের ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল। তাদের একজনের নাম মাজিদ এবং অপরজনের নাম ছিল লাকিম।

এই দলের পরে আরেকটি দল মক্কায় গিয়েছিল। তাদের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তারা সবাই ছিল বেঈমান কাফের। এই দলের নেতার নাম ছিল কীল ইবনে ইনায।

মাজিদ উক্ত নেতাকে বললো, তোমরা পানির জন্য দু'আ করতে এসেছ, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা হুদ 'আলাইহিস সালাম ও তার রবের প্রতি ঈমান আনছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দু'আ কবুল হবে না বলে আমার প্রবল ধারণা। তার কথা শুনে সবাই তাকে হুদ 'আলাইহিস সালামের অনুসারী মনে করে খুবই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলো।

তখন মাজিদ ও লাকিম উভয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলো, হে পরওয়ারদিগার, এরা কখনোই আপনার রহমতের প্রতি আস্থা আনবে না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের দু'আ কবুল করুন। তখন আল্লাহর দরবার থেকে অর্থাৎ গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, তোমরা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছো? তখন মাজিদ এই দু'আ করলো, হে প্রভু, আমি যেন কোনদিন অনাহারে না থাকি। আর লাকিম দু'আ করলো, হে

পরওয়ারদিগার, তুমি আমার আয়ু তিন হাজার বছর লম্বা করে দাও। আল্লাহর তরফ থেকে জবাব এলো, তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হলো।

অপরদিকে কীল ইবনে ইনায তার সত্তর হাজার সঙ্গী নিয়ে একত্রে প্রার্থনা করে বললো, হে প্রভু, আমাদের মধ্যে কখনো কারো রোগব্যাধি হয়নি যে, তোমার কাছে তার আরোগ্য প্রার্থনা করবো। আর আমি নিজেও কখনও কোন বিপদে পড়িনি যে, বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাবো। আমরা সবাই শুধু 'আদ জাতির জন্য তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করতে এসেছি।

যেভাবে আযাব এলো

তারা এভাবে প্রার্থনা জানানোর পরে আকাশের কোণে সাদা, কালো, লাল- এই তিন বর্ণের মেঘ আত্মপ্রকাশ করলো। মেঘের মধ্য থেকে অদৃশ্য আওয়াজ শোনা গেল, হে কীল, এই তিন প্রকার মেঘ থেকে তুমি কোন্ প্রকার চাও? কীল জানতো, সাদা ও লাল মেঘে বৃষ্টি হয় না। তাই সে কাল মেঘটিই প্রার্থনা করলো।

তারপর তারা বাইতুল্লাহ থেকে দেশে ফিরে এসে, কালো মেঘটিও তাদের সাথে সাথে চলে এলো। কাফেররা তখন হুদ 'আলাইহিস সালামকে বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, হে হুদ, তুমি বলেছিলে, আমাদের প্রতি তোমার আল্লাহর গজব নাযিল হবে। কিন্তু এখন কী দেখছ? শীঘ্রই বৃষ্টিপাত হয়ে আমাদের শস্যক্ষেত সুজলা-সুফলা করে দিবে। দেশে শান্তি ফিরে আসবে। দুর্ভিক্ষ দূর হবে।

হুদ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আচ্ছা, তোমরা একটু ধৈর্যধারণ কর। এই কথা বলে তিনি তার ঈমানদার উম্মতদের অতি তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করতে বললেন।

অতঃপর কওমে ‘আদের উপর আল্লাহর কঠিন আযাব মারাত্মক বৃষ্টি নাযিল হলো। সেই আযাব এতই ভয়ংকর ছিল যে, কাফেররা কোন রকম উপায়ান্তর না দেখে প্রায় সাত লক্ষ লোক পাহাড়ের গর্তগুলোতে আত্মগোপন করে বলতে লাগল, এখন আর আসন্ন ঝড়-তুফান আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনিসহ লাগাতার আটদিন এমন প্রবল ঝড়-তুফান প্রবাহিত হলো যে, দাম্ভিক ‘আদ জাতির লোকদের দম্ভ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল এবং তারাও ধ্বংস হলো।

তাদের নির্ভীক মজবুত প্রাসাদগুলো প্রথম ঝাপটায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারে তাদের আশ্রয়স্থল পাহাড়ের গুহাগুলোয় ঝড়বায়ু প্রবেশ করে তাদের সবাইকে বাইরে উড়িয়ে এনে এমনভাবে আছাড় মারলো যে, সাত লক্ষ মানুষের দেহ যেন উৎপাটিত খেজুর গাছের মতো নিষ্প্রাণ অবস্থায় যমিনে পড়ে রইলো। অতঃপর প্রবল বায়ুর তাণ্ডব প্রচণ্ড ধুলাবালি উড়িয়ে সেসব লাশের উপরে এমনভাবে নিয়ে ফেলল, তার মধ্যে তারা চাপা পড়ে গেল।

সূরা আলহাক্কাহর বর্ণনা দিয়ে বোঝা যায়, ‘আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সূরা মুমিনুনের আয়াতে বলা হয়েছে,

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

অর্থঃ একটি বিকট শব্দ তাদের পাকড়াও করলো। (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৪১)

এই আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, 'আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাবও নাযিল হয়েছিল।

নাফরমানীর পরিণতি

এই উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল। তারপর চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

এভাবেই 'আদ জাতি আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে কুরআনে কারীমে সূরা আরাফে বলা হয়েছে,

وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৭২)

এর মর্ম কোন কোন তাফসীরকার এই বর্ণনা করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্য 'আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হুদ 'আলাইহিস সালামের আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হলো তখন হুদ 'আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে

পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ করতো। হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে থাকেন। তাদের কোন কষ্টই হয়নি।

নাফরমানরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হুদ ‘আলাইহিস সালাম মক্কা মুকাররমায় চলে যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। (আল বাহরুল মুহীত)

অবশ্য হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম কোথায় ইন্তেকাল করেছেন- এব্যাপারে আহলে আরবদের মতবিরোধ রয়েছে। হাযরামাউতের অধিবাসীগণ দাবি করেন, ‘আদ জাতির ধ্বংসের পরে হুদ ‘আলাইহিস সালাম হাযরামাউত শহরে হিজরত করে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আর ফিলিস্তিনবাসীরা দাবি করেন, তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করে এসে সেখানে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের হাযরামাউতে ওফাত পাওয়ার বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। কেননা কওমে ‘আদের আবাসস্থল হাযরামাউতের কাছাকাছি ছিল। তাই স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়, ‘আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম নিকটবর্তী কোন বসতিতে বসবাস করেছেন এবং সেখানেই ওফাত পেয়েছেন। আর সেটা হলো হাযরামাউত শহর।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিগত যামানার উম্মতদের এসব ঘটনা থেকে আমাদের নসীহত হাসিল করা উচিত এবং আল্লাহর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তির কথা চিন্তা করে আমাদের শরী'আতের আদেশ-নিষেধ ঠিকমত মেনে চলা কর্তব্য। তা হলেই দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার আযাব-গজব থেকে পরিত্রাণ লাভ হবে।